প্রচলিত আইনের
ইসলামিকরণ
পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ড. আহমদ আলী

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

প্রচলিত আইনের ইসলামিকরণঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ
ড. আহমদ আলী
বি আই এল আর এল এ সি-৪৫

ISBN: 978-984-29813-1-9

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর-২০২৬

© সংরক্ষিত

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
মোঃ শহীদুল ইসলাম
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০২-২২৩৩৫৬৭৬২ মোবাইল: ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
www.ilrcbd.org, e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com

অলংকরণ
আলমগীর হোসাইন

প্রচ্ছদ
ইলয়াস হোসাইন

মুদ্রণ
রাইয়ান প্রিন্টার্স

অনলাইন পরিবেশক
Rokomari, Wafilife

দাম : ৩০০ টাকা US $ 10

PROCHOLITO AINER ISLAMIKARAN PORIPREKHIT BANGLADESH
Written by Dr. Ahmad Ali, Published by Md. Shohidul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka, Bangladesh. Printed at Raiyan Printers, Elephant Road, Dhaka, Price Tk. 300, US $ 10

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। প্রফেসর ড. আহমদ আলী রচিত "প্রচলিত আইনের ইসলামিকরণ : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি।

এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনসাধারণ ইসলামকে ভালোবাসেন এবং ইসলামী আদর্শে জীবনযাপন করতে চান। রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও তারা ইসলামী শাসনের আকাঙ্খা পোষণ করেন। কিন্তু বৃটিশ পরবর্তী পাকিস্তান ও ৭১ পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশে বারবার শাসকরা ইসলামপ্রিয় জনতার সাথে প্রতারণা করেছেন। এমতাবস্থায় দেশের আর্থ-সামাজিক দূরবস্থা ও বারবার প্রতারিত জনগণের সাথে কথা বললে বোঝা যায়; তারা কায়মনোবাক্যে এদেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রত্যাশা করেন। ফলে ইসলামী শাসনের কথা শোনে তারা আশ্বস্থ হোন আর ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডে হতাশাবোধ করেন। কিন্তু আইন ইসলামিকরণের বিষয়টি স্লোগান নির্ভর বিষয় নয়। পাশ্চাত্য ধারার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অনুসারী একটি রাষ্ট্রকে ইসলামের ছাঁচে গড়ে তুলতে হলে দীর্ঘ মেয়াদী বহুমুখী পরিকল্পনা, কর্মোদ্যোগ এবং কয়েকটি সেক্টরের একদল যোগ্য লোকের দীর্ঘমেয়াদী সাধনার প্রয়োজন। কিন্তু এদেশের সামাজিক রাজনৈতিক বুদ্ধিবৃত্তিক কিংবা একাডেমিক কোন ধারার লোকজনের সমন্বয়ে এমন কোন যথার্থ কর্মোদ্যোগ আমাদের চোখে পড়েনি।

এমতাবস্থায় বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-একটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে প্রচলিত আইন ইসলামিকরণের একটি প্রকল্প নেয়ার চিন্তা করে বিভিন্ন মহলের সাথে মতবিনিময় করে। এ বিষয়ে জনমত গঠনের জন্য একটি সেমিনার আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়। সেই সিদ্ধান্তের আলোকে চট্টগ্রামের বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স-এর অডিটোরিয়ামে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। তাতে এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রফেসর ড. আহমদ আলী। সেই সেমিনারে দেশের খ্যাতিমান একাডেমিশিয়ান, গবেষক,

শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, সামাজিক সংগঠনের বিশিষ্টজনরা মতামত দেন। সবার মতামতের সারাংশ ছিল প্রচলিত আইন ইসলামিকরণের একটা ধারণাপত্র আগে রচনা করে তারপর মূল কাজে অগ্রসর হওয়া দরকার। খ্যাতিমান গবেষক ড. আহমদ আলীর কাধে ধারণাপত্র রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি টানা কয়েক মাস পরিশ্রম করে এই গ্রন্থের মুসাবিদা তৈরি করেন। সেই ধারণাপত্র কয়েকজন বিশেষজ্ঞ-এর রিভিউ মতামতের ভিত্তিতে আরো কিছুটা পরিমার্জন করে পুস্তক আকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়।

বস্তুত এ গ্রন্থ বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ইসলামিকরণ সম্পর্কে একটি ধারণাপত্র। তাতে সতত সংযোজন বিয়োজনের ধারা অব্যাহত থাকবে। আমরা আশা করি, বোদ্ধা পাঠক ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে তাদের সুচিন্তিত মতামত আমাদের জানাবেন। এভাবেই এই ধারণাপত্রের আলোকে ইসলামাইজেশন অব ল' এর কাজ এগিয়ে যাবে। আমাদের প্রত্যাশা নীতিনির্ধারক, চিন্তাবিদসহ সর্বস্তরের পাঠকদের কাছেই গ্রন্থটি আদৃত হবে। আল্লাহতাআলা এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং পূর্ণতাদানে উপযুক্ত ব্যক্তিদের সহযোগীতার তাওফিক দান করুন। আমীন।

মোঃ শহীদুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

লেখকের কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনব্যবস্থার সঙ্গে ইসলামী আইনচিন্তার সম্পর্ক, সামঞ্জস্য ও প্রয়োগযোগ্যতা নিরূপণ সমকালীন আইন ও রাষ্ট্রচিন্তায় একটি গুরুত্বপূর্ণ, সংবেদনশীল ও বহুমাত্রিক গবেষণাক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সমাজ, রাষ্ট্র ও নৈতিকতার ক্রমপরিবর্তনশীল বাস্তবতায় ইসলামী শরীয়াভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রচলিত আইনসমূহের পর্যালোচনা কেবল একটি তাত্ত্বিক অনুশীলন নয়; বরং এটি একটি সময়োপযোগী বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়াস।

যদিও বিষয়টির তাত্ত্বিক গুরুত্ব ও সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য, তথাপি প্রাথমিকভাবে এ বিষয়ে কোনো গ্রন্থ প্রণয়নের পরিকল্পনা আমার ছিল না। বিষয়টির ব্যাপকতা, তাত্ত্বিক গভীরতা ও নীতিগত সংবেদনশীলতার কারণে আমি নিজেকে এ ধরনের একটি গবেষণামূলক কাজের জন্য যোগ্য মনে করিনি। এমন অবস্থায় গত ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা-এর সম্মানিত নির্বাহী পরিচালক জনাব শহীদুল ইসলাম চট্টগ্রামে একটি পার্টিসিপেটরি সেমিনার আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং 'বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনের ইসলামিকরণ: সমস্যা ও উত্তরণের পথ' শিরোনামে আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করেন। এ উপলক্ষে তিনি আমাকে উক্ত বিষয়ে একটি কনসেপ্ট পেপার প্রণয়ন করার জন্য অনুরোধ জানান এবং একই সঙ্গে আয়োজিত সেমিনারে কী-নোট স্পিকার হিসেবে তা উপস্থাপনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁর আন্তরিক অনুরোধ উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে আমি কনসেপ্ট পেপারটি প্রস্তুত করি এবং তা ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে বাইতুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, চট্টগ্রাম এবং ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপন করি।

সেমিনারে উপস্থিত বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দের গভীর আগ্রহ ও মূল্যবান মতামত এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর বিষয়ভিত্তিক মনোযোগ আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। সেই দিনই আমার মনে দৃঢ়ভাবে এ উপলব্ধি জন্মে যে, আলোচ্য বিষয়টি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে উপস্থাপন করা সময়ের দাবি। এই উপলব্ধি থেকেই

কনসেপ্ট পেপারটি পুনঃপর্যালোচনা, সংশোধন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে জার্নাল-উপযোগী প্রবন্ধে রূপ দেওয়া হয় এবং তা ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকার ৮৫তম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে উক্ত প্রবন্ধটিকে আরও পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও হালনাগাদের মাধ্যমের বর্তমান গ্রন্থটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এই গ্রন্থটি মূলত সেই কনসেপ্ট পেপারেরই পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ।

এ ক্ষেত্রে ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টারের সম্মানিত নির্বাহী পরিচালক জনাব শহীদুল ইসলামের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁর আন্তরিক আগ্রহ, সদিচ্ছা ও নিরন্তর উৎসাহ না থাকলে হয়তো এ কনসেপ্ট পেপারটি প্রস্তুত করা সম্ভব হতো না এবং এই গ্রন্থটিও প্রকাশের সুযোগ লাভ করতো না।

আরও উল্লেখ্য যে, গ্রন্থটির চূড়ান্ত রূপ প্রদানে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মৌলিক ও সহায়ক গ্রন্থের পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞান-সহায়ক মাধ্যম হিসেবে চ্যাটজিপিটির সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষত বিভিন্ন চিন্তার সুসংগঠিত বিন্যাস, বিষয়বস্তুর উপস্থাপনগত স্বচ্ছতা এবং ভাষাগত সৌন্দর্য ও সাবলীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ মাধ্যম থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি প্রণয়নের পেছনে যে প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ কার্যকর রয়েছে, সেগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ–

ক. সাধারণ আইন ও ইসলামী আইন সম্পর্কে মৌলিক ধারণা প্রদান করা; উভয় আইনের উৎস, প্রকৃতি ও প্রকারভেদ বিশ্লেষণ করা; এবং এ দুই আইনব্যবস্থার মধ্যকার কাঠামোগত ও বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যসমূহ উপস্থাপন করা।

খ. বাংলাদেশের প্রচলিত আইনব্যবস্থায় ইসলামী আইনের বিদ্যমান প্রয়োগ ও অবস্থান নিরূপণ করা; পাশাপাশি 'আইনের ইসলামিকরণ' বলতে কী বোঝায়–তা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা।

গ. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিদ্যমান সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ভেতরে প্রচলিত আইনব্যবস্থার ইসলামিকরণ আদৌ সম্ভব কি না–তা যাচাই করা।

ঘ. বাংলাদেশের প্রচলিত আইনব্যবস্থাকে ইসলামিকরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান মৌলিক সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করা এবং সেসব সমস্যা উত্তরণে সম্ভাব্য ও বাস্তবসম্মত কৌশল অনুসন্ধান করা।

ঙ. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শরীয়া আইন বাস্তবায়নের সম্ভাব্য প্রক্রিয়া, ধাপ ও পদ্ধতিসমূহ নির্ণয় করা এবং সেগুলোর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা।

চ. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ শরীয়া আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান–সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা এবং সম্ভাব্য উত্তরণমূলক কৌশলসমূহ উপস্থাপন করা।

ছ. শরীয়া আইন বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত আন্তর্জাতিক চাপ মোকাবেলায় নীতিগত ও কৌশলগত উপায়সমূহ অনুসন্ধান করা।

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যসমূহ গ্রন্থটিতে কতটুকু অর্জিত হয়েছে–তা এর বিজ্ঞ পাঠকমহল মূল্যায়ন করবেন।

পরিশেষে বিনীতভাবে উল্লেখ করছি যে, আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে এ গ্রন্থে উপস্থাপিত মতামতসমূহ মূলত একান্তই আমার প্রাথমিক ধারণা ও চিন্তার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বিষয়টির ব্যাপকতা ও জটিলতা বিবেচনায় এ বিষয়ে আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যে সীমিত–এ কথা আমি অকপটে স্বীকার করছি। সুতরাং গ্রন্থটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি, সীমাবদ্ধতা বা বিশ্লেষণগত অপরিপক্কতা থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। সম্মানিত পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিতে যদি কোনো ভুল, অসঙ্গতি বা মতভেদযোগ্য বিষয় প্রতীয়মান হয়, তবে তা সদয়ভাবে অবহিত করলে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো। আশা করি, ভবিষ্যতে বিজ্ঞ গবেষকগণ এ বিষয়ে আরও গভীর, পরিণত ও পদ্ধতিগত গবেষণার মাধ্যমে জাতিকে যথাযথ ও বাস্তবসম্মত দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন।

গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টারের সম্মানিত নির্বাহী পরিচালক জনাব শহীদুল ইসলামকে আমি আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁকে-সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আল্লাহ তা'আলা আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করুন এবং এর অসীলায় আমাকে, আমার পিতা-মাতা, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকল সহযোগীকে দুনিয়া ও আখিরাতে অগণিত কল্যাণে ভূষিত করুন। আমীন।

ড. আহমদ আলী

সেপ্টেম্বর ২০২৬

সূচিপত্র

১. ভূমিকা/১৫

২. আইনের পরিচয় ও প্রকারভেদ/১৭

২.১ আইন শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ/১৭

২.২ আইনের প্রকারভেদ ও শ্রেণিবিন্যাস/২০

ক. প্রকৃতিগত শ্রেণিবিন্যাস/২১

খ. রাষ্ট্র পরিচালনা-সংক্রান্ত শ্রেণিবিন্যাস/২৩

গ. অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আইন/২৫

৩. ইসলামী আইন ও এর শ্রেণিবিভাগ/২৭

৩.১ ইসলামী আইনের পরিচয়/২৭

ইসলামী আইন ও শরীয়া/২৯

৩.২ ইসলামী আইনের উৎস/৩০

৩.৩ ইসলামী আইনের শ্রেণিবিভাগ/৩২

ক. ইবাদাত/৩৩

খ. মু'আমালাত/৩৩

গ. জিনায়াত ও উকূবাত/৩৫

ঘ. সিয়াসাত শার'ইয়্যাহ/৩৭

৩.৪ ইসলামী আইন ও আধুনিক আইন: বৈশিষ্ট্যগত তুলনা/৩৯

ক. আল্লাহ প্রদত্ত আইন বনাম মানবপ্রণীত আইন/৪০

খ. স্বভাবসঙ্গত ও জনবান্ধব বনাম কাঠামোগত জটিলতা ও ভোগান্তি/৪১

গ. পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা বনাম সীমিত আইন কাঠামো/৪৩

ঘ. মধ্যম পন্থা বনাম একমুখী দৃষ্টিভঙ্গি/৪৬

ঙ. সর্বজনীনতা বনাম স্বদেশিকতা/৪৯

চ. চিরন্তনতা বনাম পরিবর্তনশীলতা/৫০

ছ. গতিশীলতা বনাম আনুষ্ঠানিক সংশোধন প্রক্রিয়া/৫২

জ. ন্যায়ভিত্তিক আইন বনাম শ্রেণিভিত্তিক বাস্তবতা/৫৩

ঝ. নৈতিকতা ও আত্মশুদ্ধির ওপর গুরুত্ব/৫৫

ঞ. কল্যাণমুখী (মাসলাহাভিত্তিক) দর্শন বনাম শৃঙ্খলাভিত্তিক উদ্দেশ্য/৫৬

৪. বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন বনাম ইসলামী আইন: প্রায়োগিক দিক/৫৭

ক. ফৌজদারি আইন/৫৮

১. হত্যা /৫৮

২. চুরি ও ডাকাতি/৫৯

৩. ব্যভিচার ও ধর্ষণ/৫৯

৪. ব্যভিচারের অপবাদ/৬২

৫. ইসলামত্যাগ ও ধর্ম অবমাননা/৬৩

৬. মদ্যপান/৬৪

৭. রাষ্ট্রদ্রোহিতা/৬৬

খ. পারিবারিক আইন/৬৭

১. উত্তরাধিকার/৬৭

২. তালাক ও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ/৬৮

৩. তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর পুনর্বিবাহ/৬৮

৪. তালাক ব্যতীত বিবাহবিচ্ছেদ/৬৯

৫. বহুবিবাহ/৭০

৬. বাল্যবিবাহ/৭১

৭. অভিভাবকত্বে পিতৃ অধিকার/৭২

৮. পতিতাবৃত্তি/৭৩

গ. অন্যান্য আইন/৭৪

১. রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পর্ক/৭৪

২. সুদী কারবার/৭৬

৩. যাকাতব্যবস্থা/৭৭

৪. জুয়া ও লটারি/৭৮

৫. সাক্ষ্য আইন/৭৯

৬. পোশাকবিধি/৮০

৭. নারী-পুরুষের বিভিন্ন খেলাধুলা/৮১

৮. নৈতিকতা ও গণমাধ্যম আইন/৮২
৯. ব্যবসায়িক নৈতিকতা ও প্রতারণা/৮২
১০. শ্রমনীতি/৮৩
১১. ভূমি আইন/৮৪

৫. আইনের ইসলামিকরণের ধারণা/৮৫
আইনের ইসলামিকরণ প্রক্রিয়ার প্রধান দিকসমূহ/৯২

৬. বাংলাদেশের আইনব্যবস্থার ঐতিহাসিক পটভূমি/৯৬
৬.১ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রভাব/৯৬
৬.২ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ পর্ব/৯৮

৭. রাষ্ট্রীয় ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলামী আইনের সহাবস্থান: সংস্কার প্রশ্নে দ্বন্দ্ব/১০২

৮. বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের ইসলামিকরণে বিদ্যমান সমস্যাবলি/১০৩
৮.১ সংবিধানিক আইনদর্শনগত দ্বৈততা/১০৩
৮.২ আইনের ইসলামিকরণের রাজনীতিকরণ/১০৫
৮.৩ আইনের ইসলামিকরণে বিশেষজ্ঞ সংকট/১০৬
৮.৪ সামাজিক বিভ্রান্তি ও বিকৃত বয়ান/১১১
৮.৫ আন্তর্জাতিক চাপ ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট/১১৩
৮.৬. ধর্মীয় ও সামাজিক বিভেদ/১১৬

৯. বিভিন্ন দেশে আইনের ইসলামিকরণ এবং বাংলাদেশের প্রাসঙ্গিকতা/১১৯

১০. বিদ্যমান সমস্যাবলি উত্তরণের উপায় ও সম্ভাব্য প্রক্রিয়া/১২৪
১০.১ সংবিধান ও ইসলামী মূলনীতির সমন্বয়/১২৪
১০.২ ধাপে ধাপে প্রচলিত আইনের ইসলামিকরণ/১২৫
প্রথম ধাপ: ইসলামী মূলনীতির সমন্বয় সংবিধান সংস্কর/১৩০
দ্বিতীয় ধাপ: পারিবারিক ও ব্যক্তিগত আইন সংস্কার/১৩১
তৃতীয় ধাপ: সিভিল আইন সংস্কার/১৩২
চতুর্থ ধাপ: অর্থনৈতিক ও আর্থিক আইন সংস্কার/১৩২
পঞ্চম ধাপ: সীমিত এখতিয়ারসম্পন্ন শরীয়া বিচারিক কাঠামো/১৩৩
১০.৩ জাতীয় ইসলামিক আইন কমিশন গঠন/১৩৪
১০.৪ আইনের ইসলামিকরণে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা জোরদার/১৩৫
১০.৫ আইনের ইসলামিকরণ সম্পর্কে জনসচেতনতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংলাপ/১৩৮
১০.৬ ফিকহী ব্যাখ্যা ও গবেষণাসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধন/১৩৯

১১. আইনের ইসলামিকরণে সংখ্যালঘু ও মানবাধিকার প্রসঙ্গ/১৪২

১২. শরীয়া ফৌজদারি আইন ও বাংলাদেশের বাস্তবতা/১৪৪

১৩. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোতে পূর্ণাঙ্গ শরীয়া আইনের বাস্তবায়ন/১৪৯

১৪. আন্তর্জাতিক চাপ মোকাবেলায় নীতিগত ও কৌশলগত উপায়/১৫২
ক. মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সমন্বিত অবস্থান ও যৌথ উদ্যোগ/১৫২
খ. আইনগত ভাষা ও ফ্রেমিং এবং কৌশলগত ন্যারেটিভ/১৫৩
গ. ফলাফলভিত্তিক মূল্যায়ন ও প্রমাণনির্ভর উপস্থাপন/১৫৬
ঘ. সংলাপ, অংশীদারিত্ব ও সভ্যতাগত সহাবস্থান নীতি/১৫৭
ঙ. ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন ও প্রেক্ষিত-সংবেদনশীল সংস্কার কৌশল/১৫৮
চ. তুলনামূলক আইন ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সাযুজ্য প্রদর্শন/১৫৯
ছ. গণমাধ্যম, জনকূটনীতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগাযোগ কৌশল/১৬০
জ. অভ্যন্তরীণ সামাজিক ঐকমত্য ও নাগরিক অংশগ্রহণ/১৬২

১৫. প্রস্তাবনা ও পরামর্শ/১৬৩

১৬. উপসংহার/১৬৫

গ্রন্থপঞ্জি/১৬৮